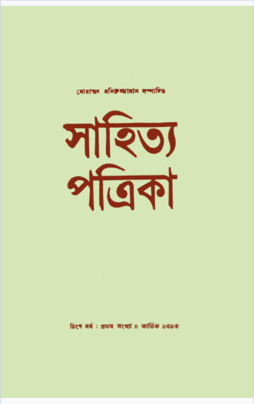

Vol. 30 | No. 1 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ভাষায় শব্দের উপাদান

Volume	30
Issue	1
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোয়ারা হোসেন
Published online	October 30, 1986
DOI	10.62328/sp.v30i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i1.5
Pages	187-199
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা ভাষায় শব্দের উপাদান

মনোয়ারা হোসেন

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'শতম' এবং ইন্দো-ইরানীয় শাখার অন্তর্গত আর্যভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। সুতরাং বাংলা শব্দভাণ্ডার বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভাষার শব্দ নিয়ে গঠিত। ভারতীয় ব্যাকরণ-বিদদের পরিভাষা অনুসারে নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার শব্দাবলী চারটি উপাদানে গঠিত:

১. তৎসম
২. তদ্ভব
৩. দেশী
৪. বিদেশী

প্রাকৃত ব্যাকরণবিদ-অনুসারে প্রাকৃতে প্রাপ্ত অপরিবর্তিত সংস্কৃত শব্দই তৎসম শব্দ ;—যেমন হরি/সুন্দর/কুসুম ইত্যাদি। 'দেশী' বলতে সেইসব শব্দাবলীকে বুঝানো হয়েছে—

১. যার মূল আর্যভাষায় পাওয়া যায় না ;
২. যা স্পষ্টভাবে এদেশে প্রচলিত আর্য-পূর্ব ভাষা—দ্রাবিড়/কোল ইত্যাদি।

'বিদেশী' উপাদান সম্পর্কে তাঁরা সচেতন নন, কারণ:

১. বিদেশী শব্দের স্বল্পতা ;
২. এসব শব্দের উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতা।

তবু প্রাচীনকালে পিক/দীনার শব্দগুলি 'বিদেশী শব্দ' বলে পরিচিত ছিল।

বাংলা ভাষায় শব্দের উপাদান সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ মতামত প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকের বাংলা ভাষায় শব্দের উপাদান সম্পর্কিত অভিমত তুলে ধরা হয়েছে।

স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন-এর মতে আধুনিক আর্যভাষাগুলি সংস্কৃত-ভাষা থেকে উৎপন্ন নয়। মূলতঃ বৈদিকযুগের আগে যে-সব উপজাতি হিন্দুকুশ পর্বতমালা পার হয়ে বঙ্গদেশের উত্তরে প্রবেশ করে, আধুনিক দেশীয় ভাষার উৎস সেইসব উপজাতির আঞ্চলিক ভাষায় রক্ষিত। পরবর্তীকালে আগত ইন্দো-আর্যরা মধ্যদেশে বসতি স্থাপন করে, যারা একটি নির্দিষ্ট ইন্দো-আর্য উপভাষার (ঋক্‌বেদের প্রাচীন ভাষার) প্রতি-নিধিত্ব করছে। 'সংস্কৃত' হচ্ছে প্রাচীন বৈদিক কথ্যভাষার অর্বাচীন সংস্কৃত রূপ। পাণিনি প্রমুখ ব্যাকরণবিদ প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য-ভাষাকে সংস্কৃত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অন্যান্য ভাষা অর্থাৎ মারাঠী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি প্রাচীন বসবাসকারীদের উপভাষা থেকে গৃহীত। স্বাভাবিকভাবে এসব ভাষার উপাদান মধ্যদেশের কথ্যভাষা দ্বারা প্রভাবিত। গ্রীয়ারসন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃত থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দাবলীকে অর্ধ-তৎসম বলেছেন--যা উত্তরাধি-কার সূত্রে প্রাপ্ত নয় এবং যার মধ্যে 'সংস্কৃত রূপ' সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার উপাদান ও ইতিহাস সম্পর্কে নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মত অনুসারে বাংলা ভাষায় প্রধানতঃ তিন ধরনের শব্দ নির্দেশিত--

১. সংস্কৃত শব্দ
২. দেশী শব্দ
৩. বিদেশী শব্দ

সংস্কৃত শব্দ বাংলায় তিনরূপে পাওয়া যায় —

১. প্রাচীন কথিত সংস্কৃতের (আদি ভারতীয় আর্যভাষার) শব্দ, যা প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে এসেছে----প্রাকৃতজ বা তদ্ভব শব্দ।

২. সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট থেকে গৃহীত শব্দ---যা অবিকৃত-রূপে পাওয়া যায়----তৎসম শব্দ।

৩. সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট থেকে গৃহীত শব্দ যা বিকৃতরূপে পাওয়া যায়-----ভগ্ন-তৎসম বা অর্ধ-তৎসম শব্দ।

ড. চট্টোপাধ্যায় 'তদ্ভব' বলতে সেইসব শব্দাবলীকে বুঝিয়েছেন যা মূলতঃ বাংলা ভাষার মৌলিক উপাদান; যে-সব শব্দের মাধ্যমে আর্যভাষার প্রাচীনতম ভিত্তি এবং স্বাভাবিক রূপান্তর বা বিবর্তন সম্পর্কে জানা যায়। প্রাচীনতম আর্যযুগে প্রচলিত শব্দ পুরুষ-পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়ে ভাষার ইতিহাসের গতি বা ধারার সঙ্গে যোগ রেখে নিজস্ব 'তদ্ভব' শব্দের সৃষ্টি করেছে। আধুনিক আর্যভাষার বিভক্তি, প্রত্যয়গুলির উৎ-পত্তি এইভাবে হয়েছিল। 'তৎসম' শব্দ প্রসঙ্গে তাঁর মত, আদি যুগের যে-সমস্ত আর্য শব্দ বিকৃত হয়ে ভাষায় এসেছে, সেগুলির অবিকৃত মূলরূপ সংস্কৃতেই রক্ষিত। প্রয়োজনমত কথ্যভাষার পাশে বিদ্যমান এই সংস্কৃত থেকে শব্দাবলী কথিত ভাষায় এসেছে, এইসব শব্দকেই আধুনিক ভাষায় 'তৎসম' শব্দ বলা হয়।

বিভিন্ন যুগে সৃষ্ট বিকৃত সংস্কৃত শব্দের উদাহরণের মাধ্যমে অর্ধতৎসম শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের লোকমুখে বিকার ঘটে। এই বিকারের ফলে তৎসম শব্দের যে নতুন রূপ দাঁড়িয়েছে, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদরা সেই বিকৃত তৎসম শব্দকে ভগ্ন-তৎসম বা অর্ধ-তৎসম বলেছেন। অর্ধ-তৎসম শব্দ ভিন্ন ভিন্ন যুগের উচ্চারণ-রীতির প্রভাবে একাধিক অর্ধতৎসম রূপের সৃষ্টি করেছে। যার উদাহরণ সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। সং. 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ-বিকৃতির মাধ্যমে প্রাকৃতে হয়েছে 'কসণ'; আবার মধ্যযুগের বাংলায় সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ বিকৃতির মাধ্যমে হয়েছে 'কেষ্ট'। সুতরাং এক পরি-বর্তিত কৃষ্ণ শব্দের ব্যাখ্যা করা যায় নিম্নরূপে----

কসণ (প্রাকৃত ভাষায়)---প্রাকৃতে সৃষ্ট অর্ধ-তৎসম শব্দ ; কসণ—(প্রাচীন বাংলা ভাষায়) প্রাকৃত হতে লব্ধ অর্ধ-তৎসম শব্দ; কেষ্ট—(মধ্য বাংলা ভাষায়) সংস্কৃত থেকে সৃষ্ট অর্ধ-তৎসম শব্দ।

আর্যভাষার দেশী শব্দাবলীকে 'দেশী' পর্যায়ে ফেলা যায় যা আর্য-ভাষার বিশিষ্ট উপাদানরূপে চিহ্নিত। বাংলা ভাষায় আগত এ-ধরনের দেশী শব্দ হচ্ছে চাউল, তেঁতুল, লাঠি, লাড়ু, খাড়ু ইত্যাদি। এ-ছাড়া কিছু অনুকার শব্দ বা ক্রিয়াবাচক বহু শব্দ আছে সংস্কৃতের বা আর্যভাষার ধাতু-প্রত্যয়ের মাধ্যমে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। এসব শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃতে পাওয়া গেলেও এদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা স্পষ্ট নয়।

ভারতীয় আর্যভাষার নিজস্ব এবং পরবর্তীকালের দেশী শব্দ ছাড়া বিদেশী ভাষার বহু শব্দও বাংলা ভাষায় এসেছে, যে-সব শব্দকে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে বিদেশী উপাদান বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পারসিক এবং গ্রীকদের দ্বারা বিজিত হবার ফলে ভারতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। এদের ভাষার কিছু শব্দ প্রাকৃতের মাধ্যমে সংস্কৃতে এবং আধুনিক ভাষাসমূহে প্রবেশ করে। বাংলা ভাষায় এ-ধরনের একটি উদাহরণ 'দাম' শব্দটি, যার মূল গ্রীক 'দ্রাখ্‌মে'। পরবর্তীতে তুর্কী-বিজয়ের পরে বাংলা ভাষায়---

১. তুর্কদের রাজভাষা ফারসী
২. তুর্কদের কথ্যভাষা তুর্কী
৩. ফারসীর মাধ্যমে আরবী

—শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। বাঙালীর ধর্ম, সাহিত্য, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুতে এই ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী শব্দ এবং খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বহু ইংরেজী শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে। উপরন্তু বহু ইংরেজী শব্দ 'রূপ' বদলে 'খাঁটি' বাংলা শব্দে পরিণত হয়েছে। যেমন---লাট, কার, ইস্কুল ইত্যাদি। ইউরোপের সঙ্গে সংস্পর্শ যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছে বাংলা ভাষায় ইংরেজী শব্দের প্রসার ততই বেড়েছে।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে নব্যভারতীয় আর্যভাষার শব্দাবলী দু' ধরনের শব্দ নিয়ে গঠিত----

১. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শব্দ ;
২. কৃতঋণ শব্দ।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শব্দাবলী মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার কথ্য উপাদান গঠন করেছে এবং নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষা পরিণতি লাভ করেছে। এ-ধরনের শব্দের উপাদান ---

১. তদ্ভব শব্দ ;
২. কৃতঋণ সংস্কৃত শব্দ অথবা প্রাচীন তৎসম শব্দ এবং অর্ধ-তৎসম শব্দ ;

৩. কৃতঋণ শব্দ যার ব্যাখ্যা আর্য শব্দমূল দিয়ে করা সম্ভব নয়----দেশী শব্দ ;

৪. কিছু বিদেশী শব্দ----পারসী/গ্রীক।

কৃতঋণ শব্দাবলী এসেছে তিনটি উৎস থেকে---

ক. ভারতীয় আর্য ;

খ. ভারতীয় অনার্য বা বহিরাগত অনার্য ;

গ. বহিরাগত ভারতীয়।

ক. ভারতীয় আর্য শব্দাবলী প্রাচীন/মধ্য এবং নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা থেকে এসেছে। এসব শব্দ-----

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ সংস্কৃত/ক্ল্যাসিকাল এবং বৈদিক থেকে গৃহীত--- তৎসম/অর্ধ-তৎসম শব্দ ;

২. মধ্যভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ পালি ও অন্যান্য প্রাকৃত থেকে এসেছে ;

৩. নব্যভারতীয় আর্যভাষার সম্পর্কিত ভাষাসমূহ থেকে এসেছে। এর মধ্যে অধিকাংশ এসেছে হিন্দুস্থানী থেকে----যেমন বাণী, কালোয়াৎ ইত্যাদি। এছাড়া কিছু শব্দ সরাসরি বা হিন্দী বা অন্য ভাষার মাধ্যমে বা ইংরেজী সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলায় এসেছে।

খ. অনার্য ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ---

১. দ্রাবিড়ীয়----তামিল/কানাড়ী ইত্যাদি ;

২. কোল----বোননে ইত্যাদি ;

৩. তিব্বতী-বর্মী----লুদী ইত্যাদি।

গ. বহিরাগত/বহির্ভারতীয়

১. ইরানিয়ান ফারসী শব্দ
ফারসীর মাধ্যমে তুর্কী/আরবী শব্দ
ইরানিয়ান শব্দ

২. ইউরোপীয়ান এবং অন্যান্য বিদেশী শব্দ

ক. পর্তুগীজ
খ. ইংরেজ } সরাসরি এসেছে।
গ. ডাচ

ইউরোপীয় ভাষার মাধ্যমে আগত বিদেশী শব্দাবলীকে 'ইউরোপীয় শব্দ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ-ধরনের শব্দ হচ্ছে----চা (চীনা)/ জুলু (বান্টু) ইত্যাদি।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার শব্দাবলীকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করেছেন---

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শব্দ

১. হিন্দ য়ুরোপীয়ান

২. হিন্দ ইরানীয়

৩. ভারতীয় আর্য :

ক. তদ্ভব ;

খ. প্রাকৃত ভব ;

সুকুমার সেন বাংলা শব্দাবলীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন---

১. মৌলিক

ক. তদ্ভব

খ. তৎসম

গ. অর্ধ-তৎসম

২. আগন্তুক

ক. দেশী

খ. বিদেশী

পরেশচন্দ্র মজুমদারের মতে বাংলা শব্দভাণ্ডারে দুই প্রকার শব্দ সংগ্রহ রয়েছে—

১. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দ ;

২. অন্যসূত্রে আহৃত আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ।

তাঁর মতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দাবলী প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্যভারতীয় আর্যপর্বের মাধ্যমে ধারাবাহিক পরিবর্তন লাভ করে বাংলা রূপ লাভ করেছে। সংস্কৃত শব্দ, অনির্ণীত দেশী শব্দ, সংস্কৃত/প্রাকৃত যুগের অন্যান্য অসম্পৃক্ত গোষ্ঠী অর্থাৎ দ্রাবিড়/

ভোট-চীনা/অস্ট্রিক/আলতাই—প্রভৃতি ভাষার শব্দ, সগোত্রজ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দ বাংলায় বিবর্তিত হয়েছে। বাংলার আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দগুলি মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাংলা সম্পর্কিত ধারাবাহিকতার ধ্বনিসূত্র অবলম্বন করে বিবর্তিত হয়নি। সংস্কৃত শব্দ, আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার শব্দ (হিন্দী, গুজরাটী ইত্যাদি), ভারতীয় আর্যেতর দ্রাবিড় শব্দ (তামিল ইত্যাদি), অস্ট্রিক শব্দ (কোল ইত্যাদি), ভোট-বর্মী শব্দ, ফারসী শব্দাবলী, ইউরোপীয় ভাষার শব্দ এবং অনির্ণীত দেশী শব্দাবলী থেকে বাংলার কৃতঋণ শব্দগুলির উপাদান গৃহীত হয়েছে। এই শব্দগুলি বাংলায় প্রাকৃত মাধ্যমে আসেনি, এসেছে—

১. সরাসরি ;
২. অন্য আধুনিক ভাষার মাধ্যমে ;
৩. সংবাদপত্রের মাধ্যমে ।

বাংলা ভাষার শব্দাবলীর বিভিন্ন উৎসের ও উৎসজাত শব্দাবলীর পরিচয়—

১. সংস্কৃত/প্রাকৃত মাধ্যমে আগত—
  ক. অস্ট্রিক শব্দাবলী : ডিম (ডিম্ব)/কলা (কদলী) ইত্যাদি ;
  খ. দ্রাবিড় শব্দাবলী : খাল (খল্ল : তামিল কাল) ;
  গ. ভোট-বর্মী শব্দাবলী : সিঁদুর (সিন্দুর), চীন (চীনা) ;
  ঘ. মোঙ্গল-আলতাই শব্দাবলী : ইরানীয়/সংস্কৃত আগত : ঠাকুর (সং. ঠাকুর—তুল tigir) ;
  ঙ. সেমেটিক শব্দাবলী : গ্রীক/সংস্কৃত মাধ্যমে আগত : বর্বর ;
  চ. ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দাবলী :
    ক. গ্রীক (ইরানীয় / সংস্কৃত মাধ্যমে) : দাম / সুড়ঙ্গ;
    খ. ইরানীয় (সংস্কৃত/প্রাকৃত মাধ্যমে) : কাহন ;
    গ. ভারতীয় আর্য শব্দাবলী :
    সংস্কৃত প্রাকৃত মাধ্যমে আগত খাঁটি তদ্ভব শব্দ হচ্ছে বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দাবলী ; যেমন সংখ্যাবাচক শব্দ-এগার <একাদশ/সর্বনাম শব্দ—আমি <অস্মাভিঃ/ বা বহুল প্রচলিত ক্রিয়া শব্দ—খাওয়া <খাদ ইত্যাদি।

  ছ. দেশী শব্দাবলী : ঢোল (সং. ঢোল্ল) ঝতী (সং. ঝটিতি) ইত্যাদি।

২. সরাসরি বা অন্য আধুনিক ভাষা বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে আগত শব্দাবলীর উৎস মূলতঃ একই—

ক. অস্ট্রিক শব্দাবলী : উচ্ছে/ঝিঙ্গা/খোকা ইত্যাদি ;

খ. দ্রাবিড় শব্দাবলী : দোসা/তামিল/তেলেগু ;

গ. ভোট-বর্মী শব্দাবলী : লামা/লুঙ্গী ;

ঘ. মোঙ্গল/আলতাই শব্দাবলী :
ফারসী মাধ্যমে আগত তুর্কী শব্দ : কুলী/বকশী/তোষা ;

ঙ. সেমেটিক শব্দাবলী :
ফারসী মাধ্যমে সরাসরি আগত আরবী শব্দ---আইন/আক্কেল/বিদায় ইত্যাদি।

ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দাবলী :

ক. ফারসী শব্দ : অন্দর/আন্দাজ/খরচ ইত্যাদি।

খ. রোমান্স শব্দ :

১. ফরাসী : কার্তুজ/কুপন/ওলন্দাজ ;

২. ফরাসী : ইংরেজী মাধ্যমে : রেস্টুরেন্ট/এলিট ;

৩. পর্তুগীজ : সরাসরি : আনারস/আলপিন।

গ. জার্মানিক ভাষার শব্দাবলী :

১. ডাচ বা ওলন্দাজ—হরতন/রুইতন ;

২. ইংরেজী শব্দাবলী—চেয়ার/টেবিল ;

৩. জার্মান শব্দাবলী : ইংরেজি মাধ্যমে : কিণ্ডারগার্টেন/নাজী।

ঘ. ভারতীয় আর্য শব্দাবলী : সরাসরি আগত সংস্কৃত শব্দ হচ্ছে জল, বায়ু, গৃহ ইত্যাদি। এভাবে অনেক অর্ধ-তৎসম শব্দও এসেছে। 'হিন্দী' শব্দ কখনো সরাসরি এসেছে (বাণী/সেলাই) ; কখনো রাজনীতি এবং সংবাদপত্রের প্রভাবে এসেছে (মজদুর—মূলে ফারসী); কখনো যুবসমাজ ও সিনেমার প্রভাবেও এসেছে, যেমন ইয়ার, দোস্ত ইত্যাদি। এভাবে কিছু গুজরাটী (হরতাল), মারাঠী (বর্গী) বা পাঞ্জাবী (চাহিদা/শিখ) শব্দও বাংলা ভাষায় সরাসরি গৃহীত হয়েছে।

ঙ. দেশী শব্দাবলী : সরাসরি আগত দেশী শব্দ---ডাব/ডিঙ্গি/ঢোল ইত্যাদি।

চ. অন্যান্য আধুনিক ভাষা থেকেও অনেক শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে। এই শব্দগুলি এসেছে ইংরেজী মাধ্যমে। যেমন—

চীনা----লিচু/চা/চিনি

বান্টু----জুলু

মালয়----সাগু/সাবু

জাপানী----রিকশা/হারাকিরি

রুশীয়----বলশেভিক/স্পুটনিক

পেরু----কুইনাইন

ইতালীয়----ম্যাজেন্টা

দক্ষিণ-আফ্রিকা-----জেব্রা

অস্ট্রেলিয়া----ক্যাঙ্গারু

আরবী----কফি ইত্যাদি।

বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে বাংলা ভাষার শব্দাবলী প্রধানতঃ তিনটি উপাদান থেকে শব্দ সংগ্রহ করেছে---

১. সংস্কৃত
২. দেশী
৩. বিদেশী

বাংলা ভাষার সংস্কৃত উপাদান এসেছে—

১. বিবর্তনের মাধ্যমে তদ্ভবরূপে (হস্ত--হাত);
২. বিকৃত ভাবে অর্ধ-তৎসম রূপে (কৃষ্ণ—কেষ্ট);
৩. সরাসরি / অন্য ভাষার মাধ্যমে অবিকৃত সংস্কৃত রূপে (কৃষ্ণ—কৃষ্ণ)।

বাংলা ভাষার দেশী উপাদান প্রাচীন, মধ্য ও নব্য—এই তিনযুগেই প্রবেশ করেছে। দেশী উপাদান এসেছে—

১. সংস্কৃত/প্রাকৃতের মাধ্যমে তদ্ভবরূপে (ডিম—ডিম্ব);
২. সরাসরি অবিকৃতভাবে----ডাব/ডিঙ্গি ইত্যাদি।

বিদেশী উপাদান প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য, এই উপাদান এসেছে—

১. সংস্কৃত/প্রাকৃতের মাধ্যমে----দাম ইত্যাদি;
২. সরাসরি/সংবাদপত্র বা অন্য ভাষার মধ্য দিয়ে, যেমন— ইংরেজী/ফারসী শব্দ বা ফারসীর মাধ্যমে আগত আরবী শব্দ।

মূলতঃ বাংলা ভাষার সংস্কৃত/দেশী/বিদেশী উপাদান কখনো উত্তরাধিকার সূত্রে আগত নিজস্ব শব্দে পরিণত হয়েছে; কখনো সরাসরি গৃহীত হয়ে 'কৃতঋণ' শব্দে পরিণত হয়েছে।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভাষাতত্ত্ববিদদের মধ্যে প্রায় কেউই তৎসম/তদ্ভব-এর প্রভাবমুক্ত নন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শব্দাবলীকে হিন্দ-য়ুরোপীয়ান/হিন্দ ঈরানীয় এবং ভারতীয় আর্য----এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করলেও ভারতীয় আর্য শব্দাবলীকে তদ্ভব ও প্রাকৃতভব শ্রেণীকরণ করেন।

আমাদের মতে বাংলা ভাষার শব্দাবলীর তৎসম/তদ্ভব শ্রেণীকরণ যুক্তিযুক্ত নয়। 'তৎসম'-এর পরিবর্তে সংস্কৃত বলাই শ্রেয় ; কারণ তৎসম অর্থ সংস্কৃত-সম। বাংলা ভাষা সংস্কৃত শব্দের সাথে প্রচুর আরবী/ফারসী প্রভৃতি ভাষার শব্দ গ্রহণ করেছে। সুতরাং সংস্কৃত-সম অর্থাৎ তৎসম প্রচলিত হলে আরবী/ফারসীর ক্ষেত্রেও আরবী-সম / ফারসী-সম ধরনের নামকরণ প্রচলিত হওয়া উচিত।

শব্দের শ্রেণীবিন্যাসে 'প্রাকৃত' শ্রেণীকরণকে স্থান দেওয়া হয়নি; কিন্তু বাংলা ভাষায় বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলায় প্রচুর প্রাকৃত শব্দ রয়েছে। প্রাকৃত থেকেও শব্দ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে (বোল্ল---বোল)। সুতরাং প্রাকৃত নামে একটি আলাদা শ্রেণীকরণ করা যুক্তিযুক্ত।

অর্ধ-তৎসম শব্দাবলীর জন্য পৃথক শ্রেণীকরণ না করে এদের 'বাংলা'ই বলা উচিত। বিকৃত সংস্কৃত শব্দের জন্য যদি অর্ধ-তৎসম শ্রেণীর যৌক্তিকতা স্বীকার করতে হয় তবে মধ্যযুগের বিকৃত আরবী/ফারসী এবং আধুনিক যুগের বিকৃত ইংরেজী শব্দের জন্য পৃথক শ্রেণীকরণ করতে হয়। অন্য কোন ভাষার শব্দ যখন বিকৃত ভাবে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে, তখন তা বাংলা ভাষার উচ্চারণ রীতির সাথে সঙ্গতি রেখে, বাংলা ভাষার নিয়ম অনুসারেই পরিবর্তিত হয় এবং ভাষা ব্যবহারকারীদের অধিকাংশ এই সব শব্দের উৎস সম্পর্কে অসচেতন থাকে। এ-সমস্ত শব্দ ভাষায় এমনভাবে মিশে যায় যে এসব শব্দকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায় না। সুতরাং এদের পৃথক নামকরণ বা আলাদা শ্রেণীকরণ অযৌক্তিক।

বাংলা শব্দের শ্রেণীকরণে 'তদ্ভব' শিরোনাম ব্যবহার অযৌক্তিক। কারণ :

১. তদ্ভব অর্থ তৎ-ভব অর্থাৎ সংস্কৃত-ভব যা সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন; কিন্তু অনেক প্রাকৃত শব্দও মূল আর্যভাষা থেকে বা আর্যভাষার সংস্কৃতরূপ থেকে উদ্ভূত। সুতরাং এ-সব শব্দকেও 'প্রাকৃত' না বলে তদ্ভব অর্থাৎ সংস্কৃত-ভব বলতে হয়।

২. বাংলা ভাষা আর্য ভাষার সংস্কৃত রূপ থেকে প্রত্যক্ষভাবে উৎপন্ন নয়, তা আর্য ভাষার কথ্যরূপ থেকে উদ্ভূত।

৩. বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার বিভিন্ন ভাবে সৃষ্ট, বিভিন্ন ভাষার উপাদানে গঠিত। এই ভাষার উপাদান—

ক. মৌলিক উপাদান : ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়ে যা কথ্য আর্যভাষা থেকে বিবর্তিত (হাত—হস্ত) ;

খ. প্রাকৃত থেকে বিবর্তিত (বোল্ল—বোল) ;

গ. বিভিন্ন ভাষার শব্দ : উচ্চারণ বিকৃতি বা ধরনের পরিবর্তনে (ধ্বনির লোপ/ আগম ইত্যাদি)। যেমন—

সং গ্রাহক——বাং গরাহক
প্রা কোলে---বাং কৌলে
আরবী আম্‌লহ----বাং আমিলা
ফারসী পাদশাহ----বাং পাতশা
ইংরেজী ব্রাদার——বাং বেরাদর
হিন্দী খোংপা——বাং খোঁপা ইত্যাদি।

সুতরাং বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের শ্রেণীকরণে তদ্ভবের পরিবর্তে 'বাংলা' নামকরণ করাই সঙ্গত।

'দেশী' এবং 'বিদেশী' নামকরণ অবশ্য যুক্তিযুক্ত। তবে 'সংস্কৃতে' বা 'প্রাকৃতে' গৃহীত 'দেশী' বা 'বিদেশী' শব্দাবলীকে যথাক্রমে 'সংস্কৃত' এবং 'প্রাকৃত' শ্রেণীতে স্থান দিতে হয়; কারণ এইসব শব্দ অবিকৃত রূপে বাংলা ভাষায় আসেনি——এসেছে সংস্কৃতায়ন এবং প্রাকৃতায়নের মাধ্যমে। সুতরাং 'সংস্কৃত' এবং 'প্রাকৃত'-এর প্রেক্ষিতে এইসব শব্দ

'সংস্কৃতে' এবং প্রাকৃতে আগত দেশী/বিদেশী শব্দ, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রেক্ষিতে এই সব শব্দ সংস্কৃত/প্রাকৃত থেকে ধ্বনি পরিবর্তন সূত্রে বিবর্তিত শব্দ বা 'বাংলা' শব্দ।

পরস্পর-সম্পর্কিত প্রাদেশিক ভাষাগুলির ক্ষেত্রে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় আগত শব্দাবলীকে দেশী বা বিদেশী---কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না। এদের অঞ্চলভিত্তিক নামকরণ করাই উচিত; যেমন হিন্দী/আসামী ইত্যাদি।

আমাদের মতে বাংলা ভাষার শব্দাবলীকে বা শব্দের উপাদানকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়----

ক. সংস্কৃত (সংস্কৃতায়িত দেশী/বিদেশী শব্দসহ);
খ. প্রাকৃত (প্রাকৃতে গৃহীত দেশী/বিদেশী শব্দসহ);
গ. বাংলা (সং/প্রাকৃত থেকে ধ্বনি পরিবর্তন সূত্রে বিবর্তিত বিভিন্ন ভাষার শব্দ, পরিবর্তিত শব্দ);
ঘ. সম্পর্কিত ভাষাসমূহের শব্দ (হিন্দী/উড়িয়া ইত্যাদি);
ঙ. বিদেশী (ইংরেজী/পতুর্গীজ এবং আরবী/ফারসী ইত্যাদি);
চ. দেশী (সরাসরি আগত অনার্য ভাষার শব্দ)।

যেসব ভাষার শব্দ বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে তা হ'ল সংস্কৃত/প্রাকৃত শব্দ/বিভিন্ন অনার্য ভাষার শব্দ/বিভিন্ন বিদেশী শব্দ বা সম্পর্কিত ভাষাসমূহের শব্দ। এই সব শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনি-সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহৃত হয়েছে।

ক্রমশঃ বাংলা শব্দ নতুন নতুন শব্দ গঠন করেছে প্রত্যয়/উপসর্গ অথবা বিভিন্ন শব্দ যুক্ত করে। শুধুমাত্র বাংলা শব্দের সাথেই প্রত্যয় যুক্ত হয়নি, বিভিন্ন ভাষার শব্দ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাংলা শব্দের সাথে মিশে গিয়েছে, যেমন কাগজিয়া/কাগজে; যা ফারসী 'কাগজ' শব্দটির সাথে 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত। এ-ধরনের শব্দের উদাহরণ বাংলা ভাষায় প্রচুর।

যুক্ত শব্দ-গঠনের মাধ্যমে বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি লক্ষণীয়। বাংলা শব্দ বিভিন্ন ভাষার শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করেছে। উপরন্তু বিভিন্ন ভাষার শব্দের মিশ্রণেও নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে।

এ-ধরনের একটি শব্দ হচ্ছে 'রঙ্গবেজ্'। শব্দটি সং. 'রঙ্গ' এবং ফারসী 'বেজ' যুক্ত হয়ে গঠিত। এ-রকম শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচুর রয়েছে। সুতরাং গতানুগতিক শ্রেণীকরণের পরিবর্তে বাংলা ভাষার শব্দাবলীর নতুন বিশ্লেষণ এবং সুনির্দিষ্ট নামকরণ সঙ্গত।

সহায়ক-গ্রন্থ

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার: ১৯২৯, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা।

মজুমদার, পরেশচন্দ্র: ১৯৭৭, বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ: ১৯৬৮, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সেন, সুকুমার: ১৯৫৭, ভাষার ইতিবৃত্ত, বর্ধমান।

Chatterjee, S. K. : 1926, The Origin and the Development of the Bengali language. Calcutta University Press, Calcutta.

Grierson, George A. : Imperial Gazetteire, vol-I.